রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ১১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৭, ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭—১৩৬
২য় খণ্ড	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২১—১৭১
৩য় খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫১—২৯৮
৭ম খণ্ড	অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড	বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৫-১৬
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৪ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪১.২০১৮-৩৫৪**—যেহেতু, জনাব আফছার উদ্দিন, সহকারী পুলিশ সুপার, ১২ এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা ইতোপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, নগরকান্দা থানা, ফরিদপুর হিসেবে কর্মকালে জেলা বিশেষ শাখা, ফরিদপুর এর মাধ্যমে রিক্রুট কনস্টেবল হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থী জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম অনিক অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দালিলিক সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ভিআর ফর্মের ১৯ নম্বর কলামে তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিবাহিত হিসেবে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ প্রদান না করার জন্য সুপারিশ করেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। তিনি ১০-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তাঁর আবেদন অনুযায়ী গত ২৭-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে পক্ষগণের প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য জনাব আনিসুজ্জামান (বিপি-৮৪১৪১৬৬২৪৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর), রাজবাড়ী কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ২৮-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে দালিখকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসাদচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৫। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব আফছার উদ্দিন (বিপি-৬৩৮৮১০৮৪৬৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ১২ এপিবিএন, উত্তরা ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুসারে তাকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৪ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৭.২০২১-৩৫৫**—যেহেতু, জনাব কে এম নজরুল (বিপি-৭৫০১০৯৪৮৮৫), অফিসার ইনচার্জ, কোম্পানীগঞ্জ থানা, সিলেট ইতোপূর্বে শ্রীমঙ্গল থানায় কর্মকালে অন্যায়ভাবে জনৈক সুশান্তদেব এবং মোহাম্মদ আলীকে আটক করে থানায় ধরে নিয়ে এসে কোনরূপ জিডি বা অন্য কোথাও এন্ট্রি না দিয়ে বিভিন্ন তদবিরের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়। বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক তাকে "২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড প্রদান করেন। তিনি উক্ত দণ্ড মওকুফের জন্য আপীল দায়ের করেন;

০২। তার আবেদন অনুযায়ী ২৫-১১-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, কাউকে অবৈধভাবে আটক করে ছেড়ে দেন নি। আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধঃস্তন অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছেন। তদপ্রেক্ষিতে এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রাশেদুল আলম খান শ্রীমঙ্গল থানার নন এফআইআর নং-৪১/২০১৭, তারিখ: ১৭-০৩-২০১৭ ধারা-২৯১ দঃ বিঃ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। তিনি তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফ করে মামলা হতে অব্যাহতির অনুরোধ জানান। অপরদিকে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি বলেন বিভাগীয় মামলায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই দণ্ড প্রদান করা হয়েছে:

০৩। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কে এম নজরুল (বিপি-৭৫০১০৯৪৮৮৫), কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় দণ্ডের পরিমাণ বেশী হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

০৪। অভিযোগের গুরুত্ব, পক্ষগণের বক্তব্য ও সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় আপীলকারী জনাব কে এম নজরুল (বিপি-৭৫০১০৯৪৮৮৫), অফিসার ইনচার্জ, কোম্পানীগঞ্জ থানা, সিলেট এর প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় তার উপর আরোপিত "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডের পরিবর্তে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১১.২০১৮-৩৫৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৬৬৮৯০৫২৩১৯), সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা ইতোপূর্বে স্কোয়াড কমান্ডার, র‍্যাব-৮, সিপিসি-২, ফরিদপুর হিসেবে কর্মকালে আত্মীয়ের টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যে বিধি বহির্ভূতভাবে র‍্যাব এর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধারকৃত সীমানা পিলারের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৮-০১-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১১.২০১৮-০৬ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৬-০২-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৫-১১-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য দেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক বলেন তিনি অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ভোলা ক্যাম্প র‍্যাব-৮, বরিশাল স্কোয়াড কমান্ডার, হিসেবে কর্মকালে গত ০৭/০৩/২০১৭ তারিখ কোম্পানী কমান্ডারের নির্দেশ ব্যতীত বিধি বহির্ভূতভাবে তার আত্মীয়ের সুপারিশে সীমানা পিলার উদ্ধারে অভিযান পরিচালনার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৬৬৮৯০৫২৩১৯), সহকারী পুলিশ কমিশনার, কেএমপি খুলনা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.৩৩.২০১৮-৩৫৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১২৩৯৮৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪ এপিবিএন, নিশিন্দারা, বগুড়া ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, মানিকছড়ি সার্কেল, খাগড়াছড়ি হিসেবে কর্মকালে দেহরক্ষির পিস্তল নিয়ে দেহরক্ষি ও ড্রাইভার কে গুলি করতে উদ্যত হওয়া, একটি প্রাইভেট কার ভাংচুর, অফিসার ইনচার্জ, মানিকছড়ি ও তার সঙ্গীয় ফোর্সদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করা এবং তার অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৮-০১-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৩.২০১৮-০৭ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৫-০২-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৫-১১-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক বলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। তিনি আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-৬৬৮৯০৫২৩১৯), সহকারী পুলিশ

কমিশনার, কেএমপি খুলনা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩১.২০২০-৩৫৮**—যেহেতু, জনাব প্রণব চৌধুরী (বিপি-৭৫০১০৭৭২৮১), অফিসার ইনচার্জ, খুলশী থানা, সিএমপি, চট্টগ্রাম ইতোপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, হালিশহর থানা কর্মকালে হালিশহর থানায় ২০১৬ সালে ১(৮)১৬ ও ২(৮)১৬ তথ্য প্রযুক্তি আইনে ২টি মামলা সিআইডিতে ন্যস্ত করার পরেও সিআইডি এর অনুমতি না নিয়ে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের জন্য বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অতঃপর যাবতীয় বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২) (ক) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হয়; তিনি উক্ত দণ্ড মওকুফের জন্য সিনিয়র সচিব বরাবর আবেদন করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ৩১-১০-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে আপিলকারী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই তিনি তদন্ত প্রতিবেদন অগ্রায়ন করেন। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি বলেন সিআইডির প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা সত্ত্বেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা মামলার চুড়ান্ত প্রতিবেদন অগ্রায়ণ করেছেন যা গুরুতর অনিয়ম। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই তাকে দণ্ড দেয়া হয়েছে;

০৩। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব প্রণব চৌধুরী (বিপি-৭৫০১০৭৭২৮১), কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে দণ্ড প্রদান করা হলেও অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী দণ্ডের পরিমাণ কম হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। অভিযোগের গুরুত্ব, পক্ষগণের বক্তব্য ও সার্বিকভাবে নথি পর্যালোচনায় আপীলকারী জনাব প্রণব চৌধুরী (বিপি-৭৫০১০৭৭২৮১), অফিসার ইনচার্জ, খুলশী থানা, সিএমপি, চট্টগ্রাম এর প্রদত্ত দণ্ডের মাত্রা কম প্রতীয়মান হওয়ায় তার উপর আরোপিত "তিরস্কার" দণ্ডের পরিবর্তে "০২ বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৪ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৩.২০১৮-৩৫৭**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১২৩৯৮৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪ এপিবিএন, নিশিন্দারা, বগুড়া ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ সুপার, মানিকছড়ি সার্কেল, খাগড়াছড়ি হিসেবে কর্মকালে দেহরক্ষির পিস্তল নিয়ে দেহরক্ষি ও ড্রাইভার কে গুলি করতে উদ্যত হওয়া, একটি প্রাইভেট কার ভাংচুর, অফিসার ইনচার্জ, মানিকছড়ি ও তার সঙ্গীয় ফোর্সদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করা এবং তার অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৮/০১/২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৩.২০১৮-০৭ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৫/০২/২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ২৫/১১/২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক বলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। তিনি আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১২৩৯৮৮), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪ এপিবিএন, নিশিন্দারা, বগুড়া কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৮/১২ জানুয়ারি ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.২০২০-১৯—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রাকিব খাঁন (বিপি-৭৭০৮১২১৫৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, কক্সবাজার হিসেবে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে জনৈক জয়া আফরিন এর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক এবং পরিবারের জন্য অতিরিক্ত রেশন উত্তোলনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা রুজু হয়।

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রাকিব খাঁন (বিপি-৭৭০৮১২১৫৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, কক্সবাজার-কে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ০৪-১০-২০২০ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.২০২০-১৯১ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়। তিনি ২৫-১০-২০২০ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন প্রার্থনা করলে ১৩-০১-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে পক্ষগণের প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান খান, পিপিএম (বার), (বিপি-৭৩০১০৮১৮১৮) বিশেষ পুলিশ সুপার (সিরিয়াস ক্রাইম) বাংলাদেশ পুলিশ, সিআইডি, ঢাকা কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৫-০৪-২০২১ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

০৫। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ রাকিব খাঁন (বিপি-৭৭০৮১২১৫৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, কক্সবাজার কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুসারে তাকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৮/২৩ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.০১০.২৩.০০৬.২০-৩৯৯—স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত সদস্যদের 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক (রিবনসহ)' প্রদানে নিমিত্ত একটি স্মারক পদক প্রবর্তনের প্রস্তাবে সরকার নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন প্রদান করেছেন :

ক। **পদকের নাম**। 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক (রিবনসহ)' এবং

খ। **পদক প্রাপ্তির যোগ্যতা**। ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সামরিক সদস্যগণ এই পদক প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। **'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক'-এর গঠন :**

ক। পদকটি গিল্ডিং মেটাল দ্বারা তৈরী করা হবে;

খ। পদকটির আকৃতি গোল হবে;

গ। পদকের সম্মুখভাগে ৫০ ও জাতীয় পতাকা উৎকীর্ণ থাকবে এবং ৫০ ও জাতীয় পতাকার মধ্যবর্তী স্থানে 'মুষ্ঠিবদ্ধ হাত' উৎকীর্ণ থাকবে;

ঘ। পদকের সামনের অংশের নিম্নাংশে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক' উৎকীর্ণ থাকবে; এবং

ঙ। পদকের পিছনের অংশে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর জাতীয় প্রতীক' উৎকীর্ণ থাকবে।

৩। **'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক'-এর বিবরণ :**

ক। **সামনের অংশ-**

(১) **৫০ ও জাতীয় পতাকা**। পদকের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকাণ্ডের দ্বারা ৫০ বছর জাতীয় পতাকা সমুন্নত রাখার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে;

(২) **মুষ্ঠিবদ্ধ হাত**। স্বাধীনতার ও জাতীয় পতাকার মান চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখার সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়েছে;

(৩) **বৃত্ত**। বৃত্ত দ্বারা যেকোনো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় পতাকার মান সমুন্নত রাখার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে; এবং

(৪) পদকের নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উল্লেখ করা হবে।

খ। **পিছনের অংশ**- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করা হবে।

৪। **'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পদক'-এর রিবনের বর্ণনা :** রিবনের প্রস্থ ৩১ মিঃ মিঃ হবে। রিবনের দুই পাশে সোনালী রং এবং মাঝখানে সবুজ ও লাল রং হবে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক বোঝানোর জন্য সোনালী রং এবং সবুজ ও লাল রং জাতীয় পতাকার রং-এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

৫। **পদকের ক্রমিকমান ও পরিধান পদ্ধতি :** পদক সর্বশেষ পদকের কনিষ্ঠ হবে এবং সকল পোশাকে সর্বশেষ প্রাপ্ত পদকের পরবর্তী কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করা হবে। রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
সীমান্ত-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ পৌষ ১৪২৮/২২ ডিসেম্বর ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.১১৮.০৮.০০৬.১৯(অংশ)-২৬৮—বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদস্যগণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অকুতোভয় অবদান, বীরত্ব/সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক (বিসিজিএম)" ও ১০(দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক (পিসিজিএম)" এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলামুলক আচরণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন ১০(দশ) জনকে "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (বিসিজিএমএস)" ও ১০(দশ) জনকে "প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক-সেবা (পিসিজিএমএস)" প্রদান করা হলো:

(ক) **বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক**

ক্রঃ	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	১০৫৮	ক্যাপ্টেন শেখ মোঃ জসিমুজ্জামান, (ট্যাজ), বিএসপি, পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
২।	১০৩৭	কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ, (সি), পিএসসি, বিএন			
৩।	১৯২৩	লেঃ কমান্ডার এম আলীমুল ইসলাম, (ট্যাজ), বিএন			
৪।	২১৪২	লেঃ কমান্ডার শেখ মাহমুদ হাসান, (জি), বিএন			
৫।	২৬৫৩	লেঃ কমান্ডার আমিরুল হক, (জি), বিএনভিআর			

ক্রঃ	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
৬।	২৭৮৫	লেঃ কমান্ডার ওয়াসিম আকিল জাকী, (এক্স), বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পদক	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
৭।	৯১০৩০৭	মোহাম্মদ সাহ জামাল, এমসিপিও (এক্স) (টিডি-১)			
৮।	৯৯০১৬১	এম মামুনুর রশিদ, সিপিও (এফসি-১)			
৯।	২০১০০৬০০	মোঃ আলী হোসেন, এলএস (এফসি-১)			
১০।	২০১৫০০৮১	শাওন আহম্মেদ, আরও (জি)-১			

(খ) **প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক**

ক্রঃ	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	১২১৮	ক্যাপ্টেন গাজী গোলাম মোর্শেদ, (এন), পিএসসি, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড পদক	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
২।	২২৭৪	লেঃ কমান্ডার এম সাইয়েদুল মোরসালিন, (এক্স), বিএন			
৩।	২৮৯১	লেঃ খন্দকার মুনিফ তকি, (এক্স), বিএন			
৪।	২৪৬৮	লেঃ এম আতাহার আলী, (এসডি) (কম), বিএন			
৫।	৮৯০৪৫৯	এম খলিলুর রহমান মিঞা, এমসিপিও (এক্স), (কিউএ-১)			
৬।	৯৬০২৩৮	মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন সরকার, পিও (মেড) (আইসিএ)			
৭।	২০১১০৫২২	এম মনিরুজ্জামান, এলএসএ			
৮।	২০১২০২০৪	মোঃ তারেকুল ইসলাম, এলএস (এফসি-২)			
৯।	২০১২০৯৫৫	কাঞ্চন দেবনাথ, এলপিএম			
১০।	২০১৫০০৭০	মোঃ রাশেদুজ্জামান, এবি (এফসি-৩)			

(গ) **বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক**

ক্রঃ	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	১০৩৩	ক্যাপ্টেন মাসুদুল করিম সিদ্দিকী, (জি), পিসিজিএম, এনসিসি, পিএসসি, বিএন	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (সেবা)পদক	৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার)	১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত)
২।	১১৪৪	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), পিএসসি, বিএন			
৩।	৯৭৬	কমান্ডার এম জহিরুল ইসলাম, (সি), এনপিপি, বিসিজিএম, বিএন			
৪।	১১৪১	কমান্ডার মোহাম্মদ সাজিদ আতাউর রহমান, (এস), পিএসসি, বিএন			
৫।	২২৭৫	লেঃ কমান্ডার নাদিম চৌধুরী সজিব, (ই), বিএন			
৬।	৮৯০৪০০	এম আব্দুল মালেক, এমসিপিও (এক্স) (এফসি-১)			
৭।	২০০৪০৪০৬	মোঃ রুহুল কুদ্দুস, সিপিও (কিউএ-১)			
৮।	২০০৮০২৩০	মোঃ বোরহান উদ্দিন আহমেদ, পিও (কিউআরপি-১)			
৯।	২০০৫০২৩০	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, এলএস (কিউআরপি-১)			
১০।	২০০৯০৮৪৪	মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এলরাইটার			

(ঘ) **প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক**

ক্রঃ	পি নং/সঃ সংখ্যা	পদবি ও নাম	পদকের নাম	নগদ টাকার পরিমাণ (এককালীন)	বেতনের সাথে মাসিক টাকার পরিমাণ
১।	৮৪৪	কমান্ডার শহিদুল ইসলাম, (ট্যাজ), বিএসপি, বিএন	প্রেসিডেন্ট কোস্ট গার্ড (সেবা) পদক	৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার)	১,০০০/- (এক হাজার)
২।	৯৩৭	কমান্ডার এম আবু সাঈদ, (সি), বিএন			
৩।	১৪৯৮	কমান্ডার এম নূর হাসান, (ই), পিএসসি, বিএন			
৪।	বিএসএসএস-১০১০৮৬	সার্জন কমান্ডার তানভীর আহমেদ, এমপিএইচ, এএমসি			
৫।	২০০৫০০৪৭	এম জামাল হোসেন, ইএ-৪			
৬।	২০০৫০৬৪০	এম টি এম তৌহিদুজ্জামান, পিও (জিআই)			
৭।	২০০৮০৮২২	এম সোহেল রানা, এলকুক			
৮।	২০১৫১২৮৯	মাসুদ জমাদার, এমই-১			
৯।	৯৫০০১১	আসাদুজ্জামান ভুইয়া, উচ্চমান সহকারী			
১০।	৯৫০২৫	মোঃ এনামুল হক, এমটিডি			

২। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.১১৬.০৪.০০২.১২-৫৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদক প্রাপ্তগণ এ পদক, নগদ এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বেতনের সাথে প্রাপ্য হবেন। পদক প্রাপ্তদের এককালীন অনুদান ও মাসিক ভাতা বাবদ ব্যয় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ছালেহ্ আহাম্মদ
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪২৮/১০ জানুয়ারি ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৩.২০২১-১৬—যেহেতু, জনাব প্রবাস কুমার সিংহ (বিপি-৮৭১৬১৭৮৩০৬), সহকারী পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট হিসেবে কর্মকালে গত ১১/১০/২০২০ খ্রিঃ জনৈক রায়হান আহমেদ কে বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির এসআই (নিঃ) আকবর হোসেন ভূঁইয়াসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্য কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি ফৌজদারী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসেবে শুধু বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাঁর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর (খ) "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে উল্লেখপূর্বক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় প্রস্তাব পাওয়া যায়। তদপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। কারণ দর্শানের জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন জানান;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৫/১২/২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য দেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক বলেন অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বেই ভিকটিমের স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা দাখিল করেন। যা অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট কোতয়ালী মডেল থানায় পূর্বেই হত্যা মামলা রুজু হয়েছে সেহেতু মামলা রুজু হওয়ার পরে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনে পুনরায় ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। এছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিবেদনে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন। ভবিষ্যতে সরকারি কাজে আরও সতর্ক থাকবেন মর্মে জানিয়ে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচানায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায়, জনাব প্রবাস কুমার সিংহ (বিপি-৮৭১৬১৭৮৩০৬), সহকারী পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৮ পৌষ ১৪২৮/১২ জানুয়ারি ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.২০২০-১৮—জনাব মোহাম্মদ রাকিব খাঁন (বিপি-৭৭০৮১২১৫৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৪ এপিবিএন, কক্সবাজার হিসেবে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে জনৈক জয়া আফরিন এর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক এবং পরিবারের জন্য অতিরিক্ত রেশন উত্তোলনের কারণে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৭/২০২০ নম্বর মামলা এতোমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ায় তাকে এ বিভাগের ১৭-০১-২০২১ তারিখের ০৫৮.২৭.০১৭.২০২০-০৪ নম্বর স্মারকমূলে বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ আগ্রহায়ণ, ১৪২৮/২২ নভেম্বর, ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১১.২১-১২৫—জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন (৭৫০৫১১৯৭১৯) অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) নিশিন্দারা, বগুড়া হিসেবে যোগদানের পূর্বে তথায় কর্মরত এস আই (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ আতাউর রহমান (বিপি-৭০৯১১০৬৩৬০) এবং নায়েক-৪২৪৪ জনাব মোঃ আবুল ফজলদ্বয় (বিপি নং-৮২০২০৭৩৫২০)-কে যথাক্রমে ০১/২০১৯ ও ০২/২০১৯ তারিখ: ২০-০৬-২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলায় পূর্বতন অধিনায়ক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, ৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, বগুড়া গুরুদণ্ড হিসেবে ০৩ (তিন) টি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট স্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেন। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা তথায় যোগদান করে একই তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বৈপরিত্বমূলক তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে উক্ত সাময়িক আদেশ বাতিলপূর্বক মামলা হতে অভিযুক্তদের অব্যাহিত প্রদানের আদেশ প্রদান করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ১২-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৯৩ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি গত ০৩-১০-২০২১ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন জানান। তদপ্রেক্ষিতে গত ২২-১১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

০২। জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন বিপি (৭৫০৫১১৯৭১৯) অধিনায়ক (পুলিশ সুপার), ৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) নিশিন্দারা, বগুড়া এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)"এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪-এর (২)(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো একই সাথে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে তাকে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্বপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৯অগ্রহায়ণ, ১৪২৮/১৪ ডিসেম্বর, ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৫.২০-১৫০—জনাব মোহাম্মদ মহিউল ইসলাম, (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৮২) কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রেলওয়ে পুলিশ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে অধীনস্থ ফোর্সদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারা, কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক নিরাপত্তা ডিউটিতে ফোর্স মোতায়েন না করা, তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ফোর্সদের মেস পরিদর্শন না করা, নিয়ম অমান্য করে ফোর্সকে নিজ জেলায় বদলি করা শিশু ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনায় থানায় উপস্থিত না থাকা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ০৬-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২৬ নং স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি গত ৩০-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন জানান। তদপ্রেক্ষিতে গত ১২-০১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটিতে তদন্ত পরিচালিত হওয়া সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব জিহাদুল কবির, বিপিএম-সেবা পিপিএম (বিপি-৭৫০১০০৮২৪৩), অতিরিক্ত ডিআইজি, ঢাকাকে গত ০৮-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি তদন্ত শেষে গত ২৯-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে অফিসার ও ফোর্সের কল্যাণের নিমিত্তে মেসের রান্নাঘরে পানির সংযোগের ব্যবস্থা না করা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্যকারী অধস্তনদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেয়া এবং নিজ জেলাধীন রেলওয়ে থানায় পুলিশ সদস্যদের বদলি করার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। জনাব মোহাম্মদ মহিউল ইসলাম, (বিপি-৭৯০৬১১৯৭৮২) কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪-এর (২)(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো একই সাথে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে তাকে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্বপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).২৭৫**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	এগার কাহনিয়া	২৫২	৪১০২	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
২	নাঙ্গলজোরা	১৬৮	১৪৫২	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৩	পোষনা	১৯৮	১০৭৩	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৪	সালঙ্কা	১৪৯	৫৯৫	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৫	ঝগরমান	১৬১	৮৪৮	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৬	সাবালিয়া	২৩১	৬৩২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৭	দান্যা চৌধুরী	১৮২	১০৮৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৮	বীরকুশীয়া	২৮১	১১৮৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৯	কুমুল্লিনামদার	২৭৩	১৫৩৮	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১০	শুতি	১১৭	৪২২৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১১	কুতুবপুর	২০	১২৪৭	সখিপুর	টাঙ্গাইল
১২	গজারিয়া কীর্ত্তনখোলা	৪২	১৭৩৫	সখিপুর	টাঙ্গাইল

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১.২১.২৭৪**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মাজিরা	২৩৯	৫৭৬	বগুড়া সদর	বগুড়া
২	সাঁঐল	৭১	১০৭১	আদমদিঘী	বগুড়া
৩	শাকদহ	৪৪	১১৭৮	ধুনট	বগুড়া
৪	বামনপুর	১৪৫	২০৫০	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
৫	জয়পুরহাট	১৫০	৮৩৫৩	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.০৭.২৭০**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	পূর্বের গেজেটে মূদ্রিত মৌজার নাম	সংশোধিত মৌজার নাম	জে,এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কাড়েয়া কমলাপুখুরী	মাড়েয়া কমলাপুখুরী	৫০	২৪২	পঞ্চগড় সদর	পঞ্চগড়

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.২৭৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	লালানগর	১২৮	৪১২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২	অশ্বদিয়া	১৪৬	১৬৮৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩	গৌপীবল্লভপুর	১৭০	৫১৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৪	চর দরবেশ	২৪৪	৭৯৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৫	চর মেঘা	১০০	১৭২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৬	মাঝবাড়িয়া	৭৮	১২০৪	ফেনী সদর	ফেনী
৭	উত্তর গোবিন্দপুর	৮৮	২১১৮	ফেনী সদর	ফেনী

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৬৩.১৯.৪**— The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	তুলসীডাঙ্গা	৫৯	৫৫৭=১টি	কলারোয়া	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৫৭৮৯/২০১৭ নম্বর রিট মামলাটি নিস্পত্তি হওয়ায়।

তারিখ : ২০ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০(অংশ-১).৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	উত্তর ফকিরপুর	১০৩	৯৭৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২	দক্ষিণ জগদানন্দ	২৩৭	১১০৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩	চর পানাউল্লা	২৬২	১১৬৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৪	দক্ষিণ কচ্ছপিয়া	২৬৯	৮৩৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৫	লক্ষীনারায়ণপুর	৩১২	১৩৫৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৬	উত্তর শিবপুর	৫৫	৪৭৭	ফেনী সদর	ফেনী
৭	আটিয়াতলী	৫২	১৩৫৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৮	মধ্য চর রমনীমোহন	৯৭	১২৬৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৯	চর চামিতা	১৫৬	৯১০	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.২১.২**— The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১।	অলিপুর	১৫৬	৫৯৬	ঝিকরগাছা	যশোর	
০২।	রায়পুর	৬০	৯৬৪	বাঘারপাড়া	যশোর	মহামান্য হাইকোর্টে ৯০৬৫/ ১১ নম্বর রিট পিটিশন থাকায় ৯৩, ৮৩৯, ৮৩৯/১ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
০৩।	শম্ভুডাঙ্গা	১৩১	৭৮০	নড়াইল সদর	নড়াইল	
০৪।	সালধা	১১০	১৭২৩	মহম্মদপুর	মাগুরা	
০৫।	খাজুরা	১২১	২৭৪৬	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
০৬।	মুরারীদহ	১২২	২২১৩	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
০৭।	খোর্দ্দ ঝিনাইদহ	১২৪	১২২৯	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
০৮।	কুশাবাড়িয়া	২০৭	১৩৭০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	
০৯।	কাশিমপুর	২২২	৬৩০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ	মহামান্য হাইকোর্টে ২৮৭৫/১৬ নম্বর রিট থাকায় ২৩, ২৪, ৭৩, ১২৬, ১৫৬, ১৬৬, ২৩৩, ২৫১, ২৫৬, ৪৬৪, ৪৬৮, ৪৭৩, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯২, ৫২৭, ৫২৯, ৫৯৫ নম্বরসহ মোট ১৮টি খতিয়ান ব্যতীত।
১০।	আগুনিয়াপাড়া	৩৬	১০০৬	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	
১১।	বিজলিয়া	৬৯	১১৪৬	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	
১২।	চন্দীপুর	১৩১	১১৪৩	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	
১৩।	কুলচারা	১৩৮	১৬৫৩	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৩ ডিসেম্বর ২০২১

নং **১২.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.০৭-৩৭২**—৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.০৭-৩২৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন আংশিক সংশোধনক্রমে "বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮" (২০১৮ সনের ৩৬ নং আইন) এর ১০ ধারা মোতাবেক বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর নিম্নরূপ পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো :

সভাপতি

(ক) চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

সদস্যবৃন্দ

(খ) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(গ) জনাব মো: মমিনুর রহমান, উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঘ) প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঙ) যুগ্মসচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

(চ) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর

(ছ) পুলিশ সুপার, রাজশাহী

পুলিশ সুপার, দিনাজপুর

(জ) জ্যেষ্ঠতম প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(ঝ) মোসা: সাকিনা খাতুন (পারুল), স্বামী-মৃত অলিউল ইসলাম (মাস্টার), গ্রাম-আজাইপুর, ডাকঘর-বটতলাহাট, উপজেলা-নবাবগঞ্জ সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ

জনাব মো: সাখাওয়াত হোসেন সুইট, পিতা-মৃত: সেহাব উদ্দিন, গ্রাম-কয়েড়া, ডাকঘর-ব্রহ্মগাছা, উপজেলা-রায়গঞ্জ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।

জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিরল, দিনাজপুর

সদস্য-সচিব

(ঞ) নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাসনিম-জেবিন বিনতে শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৪ ডিসেম্বর ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১৭.১৮-৩৭১**—যেহেতু, জনাব এ,টি, এম উমর ফারুক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮,মিরপুর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় কানাডায় "MSc.Electrical Engineering" কোর্সে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ১৭-০৪-২০১১ তারিখ হতে ০২ বছরের শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন। তার চাকুরী স্থায়ী না হওয়ায় শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ২৬-০৪-২০১১ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারনে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ২৬-০৭-২০১১ এবং ১৪-০৫-২০১৮ তারিখ তাকে কারণ দর্শানো হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ২৬-০৪-২০১১ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ১১/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান' কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। অতঃপর, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুরণ করে আপনাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু, আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

০৩। যেহেতু, বাংলাদশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব এ, টি, এম উমর ফারুক' কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব এ, টি, এম উমর ফারুক' কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

০৪। সেহেতু, জনাব এ, টি, এম উমর ফারুক, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, মিরপুর, ঢাকা' কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/২১ ডিসেম্বর ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৯.১৭-৩৭৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফখরুল হাসান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব), ফেনী গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় ০৯-১২-২০২১ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেনী গণপূর্ত বিভাগ হতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু আপনি কোনো জবাব দাখিল করেননি। পরবর্তীতে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত সার্কেল হতে ০৪-০৪-২০১৭ তারিখে পুনরায় অনুপস্থিতির বিষয়ে আপনাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু আপনি কোন জবাব দাখিল করেননি। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৪-০৫-২০১৮ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৯.১৭-১৯১ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক আপনাকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনার বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব এবং ২৩-০৯-২০১৮ তারিখে প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানির ভিত্তিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে অধিকতর তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব সুবোধ চন্দ্র ঢালী, যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়' কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২ (খ) দোষে দুষ্ট। আপনার দণ্ডের ভিত্তি হবে বিধিমালার (চ) ও (৩) এর উপবিধি (খ) ও (গ) মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

০৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ ফখরুল হাসান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব), ফেনী গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত লিখিত জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়।

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ ফখরুল হসান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) (চলতি দায়িত্ব), ফেনী গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রশাসন শাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ পৌষ ১৪২৮/১০ জানুয়ারি ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.০৩.০২.২০১৮.০৯**—খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ এর ১ (ণ) এবং ৫(২) উপধারা অনুযায়ী জনাব আমিনুর রহমান সুমন, শিল্পপতি, আলতাফ লেন, খুলনাকে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে সরকার ০৩ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করলেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নায়লা আহমেদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৫ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৬.৪২.০০০০.০০০.৯৯.০৬৩.১৭.২৫৩৮**—নাটোর, রাজশাহী, গাজীপুর ও রাজবাড়ী জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ রঈস উদ্দিন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, নাটোর	০৫ ডিসেম্বর ২০২১
২.	জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১০, জেলা পরিষদ, রাজশাহী	০৬ ডিসেম্বর ২০২১
৩.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সরকার, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, গাজীপুর	০৫ ডিসেম্বর ২০২১
৪.	জনাব আহম্মদ হোসেন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১৩, জেলা পরিষদ, রাজবাড়ী	০৫ ডিসেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২) এবং ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৩ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(১)-২৫২৮**—মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১৪, জেলা পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ	২২ নভেম্বর ২০২১
২.	জনাব মোঃ শহিদুল্লাহ, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৯, জেলা পরিষদ, নরসিংদী	০১ ডিসেম্বর ২০২১
৩.	জনাব ফাতেমা-তুজ-জোহরা (রীনা), সদস্য, ৫ নং সংরক্ষিত আসন, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ	২৯ নভেম্বর ২০২১
৪.	জনাব মাজাহারুল আলম, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১৩, জেলা পরিষদ, গোপালগঞ্জ	২৪ নভেম্বর ২০২১
৫.	জনাব মোছাঃ রেনু বেগম, সদস্য, ৫ নং সংরক্ষিত আসন, জেলা পরিষদ, কুড়িগ্রাম	২৯ নভেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২) এবং ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৮/১৯ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫২.২০-৪৮৩**—যেহেতু, ডা. মো: মনোয়ারুল হক, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), রায়পুরা, নরসিংদী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি ইমপ্রেস্ট ফান্ড থেকে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ইমপ্রেস্ট ফান্ড থেকে খরচ করে পরবর্তীতে নির্ধারিত কোডে বরাদ্দ এনে সমন্বয়ের বিধান থাকলেও তিনি তা করেননি। এমনকি কী কী মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তারও কোন তথ্য কোথাও সংরক্ষিত নেই। তিনি দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির জটিলতার বিলের ক্ষেত্রে উপজেলা, জেলা ও অধিদপ্তরের আর্থিক সীমা অনুযায়ী অনুমতি নেয়া এবং ইমপ্রেস্ট ফান্ড থেকে তাৎক্ষণিক খরচ করে নির্ধারিত কোডে বরাদ্দ এনে সমন্বয় করার বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুমতি গ্রহণ করেননি এবং সমন্বয়ের বিধান অনুসরণ না করে হাজার হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন;

২। যেহেতু, তিনি ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্যাশ ও বিল ভাউচার ব্যতীত ১,৭৬,২৯,২৮০ (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত আশি) টাকা অনিয়ম/আত্মসাৎ করেছেন;

৩। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত উপর্যুক্ত কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৪৮/২০ রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০৮-১২-২০২০ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭. ২৭.০৫২.২০-২০৫ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ০৫-০১-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৬। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীত' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব করে গত ০৩-০৮-২০২১ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫২.২০-৩৩৫ নং- স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৭। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৮-০৮-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং উক্ত জবাব, নথিপত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্ত ডা: মো: মনোয়ারুল হক নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(ঘ) মোতাবেক 'দুর্নীতি'র অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিধিমালার ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

৮। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মো: মনোয়ারুল হক, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), রায়পুরা, নরসিংদী এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা

হলো এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(ঘ) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তার চাকরির মেয়াদ শেষ পর্যায়ে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে তার ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার আদেশ দেয়া হলো।

৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১২ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫৫.২০-৪৭৩**—যেহেতু, ডা. মো: মোস্তাফিজুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, শেরপুর এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তিনি শেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের গুদামের দ্রব্য সামগ্রী নীতিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ না করে এলোমেলোভাবে সংরক্ষণ করেন। তিনি মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধপত্র/দ্রব্যসামগ্রীর কোন তালিকা সংরক্ষণ করেননি। শেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের গুদাম সংক্রান্ত একটিমাত্র আইসিআর (ইনভেন্ট্রি কন্ট্রোল রেজিস্টার) পাওয়া গেলেও উক্ত আইসিআর এ তার কোন স্বাক্ষর নেই এবং ১৯-০৯-২০১৯ তারিখের পরে আইসিআর আপডেট করা হয়নি। তার মনিটরিং এবং সুপারভিশন এর অভাব এবং কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারীদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের অভাবে ঔষধপত্র/দ্রব্যসামগ্রী মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে গুদামে সংরক্ষিত হয়েছে। তিনি মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধপত্র/দ্রব্য সামগ্রী ধ্বংস করার বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি নিয়মিতভাবে গুদামে রক্ষিত ঔষধপত্র/দ্রব্য সামগ্রী যাচাই/বাছাই করেননি। তার দায়িত্ব অবহেলার কারণে বিপুল পরিমাণ ঔষধপত্র/দ্রব্য সামগ্রী মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। বিষয়টি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ায় বিভাগীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে;

২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত উপর্যুক্ত অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৫১/২১ রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ১৪-০১-২০২১ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭. ২৭.০৫৫.২০-২২৮ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২২-০৮-২০২১ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষ ও অভিযোগের বিবরণসহ অভিযুক্তের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। শুনানি ও নথি পর্যালোচনায় ডা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে কিছু ঔষধপত্র/দ্রব্য সামগ্রীর মেয়াদ উত্তীর্ণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তিনি উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য নন;

৪। সেহেতু, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্তের বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত ডা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অর্থাৎ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) দণ্ডে অর্থাৎ তার ০১ (এক) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার আদেশ দেয়া হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৮/২৮ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০০২.২১.৩০৭**—বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র সূচকে উল্লিখিত মডেল ফার্মেসি ও মডেল মেডিসিন শপ প্রতিষ্ঠা, ঔষধের সর্বোচ্চ খুচরা/নির্দেশক মূল্য তালিকা ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ ইত্যাদি মনিটরিং এবং দেশের বিভিন্ন ঔষধ কারখানা পরিদর্শনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৯-০৭-২০২০খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.১১৭.১৯-১৫০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নরূপভাবে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

০১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০২. উপসচিব/সি: সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা

০৩. উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং ঔষধ প্রশাসন, জেলা কার্যালয় (সকল)।

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত: ০১ (এক) বার বিভিন্ন ঔষধ কারখানা পরিদর্শন করবে এবং সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিকট প্রতিবেদন দিবেন।

(২) 'ছক' অনুযায়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখা/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে (প্রয়োজন নিরিখে) সফরসঙ্গী হিসেবে নেয়া যাবে।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ পৌষ ১৪২৮/২৬ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(১).২৫৭০**—হবিগঞ্জ, পাবনা, পিরোজপুর ও সুনামগঞ্জ জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ মোর্শেদ কামাল, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১১, জেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ	২৫ নভেম্বর ২০২১
২.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৭, জেলা পরিষদ, পাবনা	০৫ ডিসেম্বর ২০২১
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই হাওলাদার, সদস্য, ওয়ার্ড নং-১১, জেলা পরিষদ, পিরোজপুর	০৫ ডিসেম্বর ২০২১
৪.	জনাব মোঃ জুবায়ের পাশা, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৩, জেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ	০৭ ডিসেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত পদসমূহ এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৮/১৯ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩২.২০-৪৮৪**—যেহেতু, ডা. সুবিমল চন্দ, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, জুড়ী, মৌলভীবাজার (উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-এর কর্মকালীন অভিযোগ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন সেবা গ্রহীতার নামে বিল ভাউচারের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেন এবং উত্তোলনকৃত ৯৬,১৬৫/- (ছিয়ানব্বই হাজার একশত পঁয়ষট্টি) টাকা সেবা গ্রহীতাদের প্রদান না করে আত্মসাৎ করেন। তিনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলাধীন বড়ুইউড়ি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের অফিস সহায়ক জনাব মো: আবুল কালাম-কে বানিয়াচং উপজেলা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে বদলি করেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরসহ বিভিন্ন অর্থবছরের বিল ভাউচার, রিপোর্ট ও বিভিন্ন রেজিস্টার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ দপ্তরে পাওয়া যায়নি এবং এ সংক্রান্ত কোনো ডকুমেন্টই অফিসে সংরক্ষণ করা হয়নি। দাপ্তরিক কাজে প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ম কানুন, বিধিবিধান প্রতিপালনে তার চরম অনীহা বিদ্যমান এবং তিনি অনৈতিকভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব রোমেনা বেগম-এর বেতন ভাতাদি প্রদান করেননি;

২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত উপর্যুক্ত কার্যকলাপ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৩৪/২০ রুজু করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২৭-০৭-২০২০ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭. ২৭.০৩২.২০-১১২ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৪-১১-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে ৯৬,১৬৫/-(ছিয়ানব্বই হাজার একশত পঁয়ষট্টি) টাকা আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। বাকী অভিযোগসমূহের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড আরোপের প্রস্তাব করে গত ১৫-১১-২০২১ তারিখের ৫৯.০০. ০০০০.১১৭.২৭.০৩২.২০-৪৩১ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২০-১১-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। নথিপত্র, সাক্ষ্য প্রমান এবং পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অভিযুক্ত ডা: সুবিমল চন্দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে আত্মসাৎ করার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। বাকী অভিযোগসমূহের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়;

৬। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা: সুবিমল চন্দ, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), জুড়ী, মৌলভীবাজারকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৭ পৌষ ১৪২৮/১১ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(১).১৩২**—কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ হাদিউল ইসলাম, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৩, জেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ	০২ জানুয়ারি ২০২২

২। এমতাবস্থায়, কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২) এবং ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত সদস্যের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদটি শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ : ২১ পৌষ ১৪২৮/০৫ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(২)-৯৭**—গাইবান্ধা, কুমিল্লা ও রংপুর জেলা পরিষদের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ মনোয়ারুল হাসান, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৮, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা	৩০ ডিসেম্বর ২০২১
২.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৫, জেলা পরিষদ, কুমিল্লা	২৬ ডিসেম্বর ২০২১
৩.	জনাব মোছাঃ মোহছিনা বেগম, সদস্য, ০২ নং সংরক্ষিত আসন, জেলা পরিষদ, রংপুর	২২ নভেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ স্ব স্ব পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২) এবং ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত সদস্যগণের পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে পদসমূহ শূন্য ঘোষণা করা হলো।

তারিখ : ১৮ পৌষ ১৪২৮/০২ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৮.০০১.১৯(১).১৯**—ঝালকাঠি জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ডের নিম্নবর্ণিত সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করেছেন। ঝালকাঠি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে :

ক্রমিক	সদস্যের নাম, ওয়ার্ড ও জেলা পরিষদ	পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার তারিখ
১.	জনাব মোঃ গোলাম বারী, সদস্য, ওয়ার্ড নং-০৬, জেলা পরিষদ, ঝালকাঠি	২৯ নভেম্বর ২০২১

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত জেলা পরিষদের সদস্য স্বীয় পদ হতে পদত্যাগ করায় জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১)(গ) অনুযায়ী উক্ত পদটি এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০২.২০-৬৩০**—যেহেতু চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: শাহজাহান-কে সাময়িক বরখাস্তকরণের প্রেক্ষিতে তিনি মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন (রিট পিটিশন নং ৫৮৯২/২০২০) দায়ের করেন এবং সে প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ ২৩-০৭-২০২০ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০০২.২০-২৯৯ নং স্মারকের সাময়িক বরখাস্তের আদেশটি বেআইনি ও অকার্যকর ঘোষণা করে রায়/আদেশ প্রদান করেন।

সেহেতু সরকার জনস্বার্থে তাকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] অনুযায়ী চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো: শাহজাহান-কে সাময়িক বরখাস্ত সংক্রান্ত ২৩-০৭-২০২০ তারিখের ২৯৯ নং স্মারকের আদেশটি বাতিল করা হলো এবং তাকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১৯-০৫**—যেহেতু ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (১১৪৫৯৫), মেডিকেল অফিসার, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ সিআর আমলী আদালত, শ্রীবরদী, শেরপুরে দণ্ডবিধির ১০৯/১৬৭/৩২৬ ধারায় রুজুকৃত মামলা নং ১৬১/২০১৫ এর প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৩-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখের ৩৫১ নং স্মারকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু উক্ত মামলায় তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত চার্জশিটে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১৬৭ ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিয়ে শুধু ৩২৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়;

যেহেতু পরবর্তীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে দায়রা জজ আদালত, শেরপুরে ফৌজদারি রিভিশন মামলা নং ৮/২০১৮ দায়ের করলে আদালত গত ২৮-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশে তাকে ৩২৬ ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি (Discharge) প্রদান করেন;

সেহেতু ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল এবং তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের আদেশের স্থলাভিষিক্ত হবে]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৯.২০১৯-০৫**—যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (১১৪৫৯৫), মেডিকেল অফিসার, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়ার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ সিআর আমলী আদালত, শ্রীবরদী, শেরপুরে দণ্ডবিধির ১০৯/১৬৭/৩২৬ ধারায় রুজুকৃত মামলা নং ১৬১/২০১৫ এর প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৩-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখের ৩৫১ নং স্মারকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে দাখিলকৃত চার্জশিটে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১৬৭ ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি দিয়ে শুধু ৩২৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়;

যেহেতু, পরবর্তীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে দায়রা জজ আদালত, শেরপুরে ফৌজদারি রিভিশন মামলা নং ৮/২০১৮ দায়ের করলে আদালত গত ২৮-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশে তাকে ৩২৬ ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি (Discharge) প্রদান করেন;

সেহেতু ডা. মোহাম্মদ শরিফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল এবং তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

নং ৫৩.০০.০০০০.৪৩১.৯৯.০০৯.২০২১-৭১২—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর যুগ্মসচিব মিজ, রুখসানা হাসিন, এনডিসি (পরিচিতি নং-৫৬৬৪)-কে বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড (বিএমডিএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হ'ল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আমিন শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৭ ডিসেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১২২.২১-৪৫৯—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৪৮২১ লে. কর্নেল মেহেরুব আল হাসান, পিএসসি, আর্টিলারি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৭/১৯ ডিসেম্বর ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১৪.১৯.৬১৯**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লেঃ এম মেসবাউল ইসলাম, (এক্স), বিএন (পি নং ৬০৫)-কে নৌবাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১৭(১) এবং নৌবাহিনী প্রবিধান, ১৯৮১ এর ০৮০১(এফ) অনুযায়ী প্রশাসনিক আদেশে তাঁর পলাতক চিহ্নিত করার তারিখ অর্থাৎ গত ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৩ তারিখ হতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Naval Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/১৩ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১১৪৪**—সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার মামলা নং-০৮ তারিখ : ০৯-০৩-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১১৪৫**—গাজীপুর (জিএমপি) গাছা থানার মামলা নং-০৬, তারিখ: ১১-০৫-২০২০ খ্রি.-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১১৪৬**—গাজীপুর জেলার বাসন থানার মামলা নং-২১, তারিখ : ১৪-০৩-২০২১ খ্রি. এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৬(২)(অ)(উ) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১১৪৭**— খুলনা জেলার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, খুলনার মামলা নং ০৮/২০২০, খ্রি.-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১১৪৯**—ঢাকা জেলার সাভার মডেল থানার মামলা নং-৫৫(০৪)২০২১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারির অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬৬.২১-৪৬৪**—ডা. কানিজ ফাতেমা (১২৩৫৪৫), ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার (ইএনটি বহির্বিভাগে কর্মরত), এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট-এর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৮.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখের ১২৩ নম্বর স্মারকে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। গত ১০-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

সার্বিক পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ডা. কানিজ ফাতেমা মাতৃত্বজনিত কারণে ১৪-০১-২০১৯ খ্রি. হতে ২১.১১.২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ মাস ০৭ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে শুনানিতে উপস্থাপিত তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

এমতাবস্থায় ডা. কানিজ ফাতেমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

জনস্বার্থে জরিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১০.২১-৪৬৬**—ডা. মোঃ মফিজুর রহমান (১১৪১৭৭), মেডিকেল অফিসার, ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, শরীয়তপুর-এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, শরীয়তপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(গ)/৩০ ধারায় রুজুকৃত ১৩৮/২০২১ নং মামলায় বিজ্ঞ আদালত ২৭-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন।

২। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী 'কোনো কর্মচারী দেনার দায়ে কারাগারে আটক থাকিলে, অথবা কোনো ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতার হইলে বা তাহার বিরুদ্ধে অফিযোগপত্র গৃহীত হইলে, সরকার বা নিয়েগকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আটক, গ্রেফতার বা অভিযোগপত্র গ্রহণের দিন হইতে তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।'

৩। এমতাবস্থায়, ডা. মোঃ মফিজুর রহমানেকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা মতে কারাগারে অন্তরীণ হওয়ার তারিখ ২৭-০৬-২০২১ খ্রি, থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৪। প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোশ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৮.২০১৮-৪৬৭**—ডা. তাছলিমা বেগম (১২০৪৪৭), মেডিকেল অফিসার, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকা-এর ২৪-০২-২০১৮ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় ২৫-১০-২০১৮ তারিখের ৩৮৬ নম্বর স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর আলোকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য উপপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যে, ডা. তাছলিমা বেগম সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভুগছেন এবং তার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয় বিধায় তিনি ২৪-০২-২০১৮ তারিখ হতে স্বেচ্ছায় অবসরের আবেদন করেন।

সেহেতু ডা. তাছলিমা বেগমকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৮/০৯ ডিসেম্বর ২০২১

নং **৪৫.০০.০০০০.১৬২.৯৯.০১০.২১-২৯২**—বাংলাদেশ শিশু হাসপতাল ও ইনস্টিটিউট আইন, ২০২১ এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এর পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো :

সভাপতি

(ক)	অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বিএসএমএমইউ

সদস্যবৃন্দ

(খ)	অধ্যাপক ড: সমীর কুমার সাহা, বিশিষ্ট অনুজীব বিজ্ঞানী ও গবেষক, নির্বাহী পরিচালক, চাইল্ড হেলথ্ রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা
(গ)	অধ্যাপক ডা. সঞ্জয় কুমার দে, চেয়ারম্যান, নিউনেটোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ)	উম্মে সালমা তানজিয়া, যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(ঙ)	মোহা: নায়েব আলী, যুগ্মসচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(চ)	ড. আবদুর রহিম, যুগ্মসচিব (বাজেট-৫) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(ছ)	জনাব বিশ্বজিৎ দেবনাথ, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
(জ)	ডা: মো: ফরিদ হোসেন মিঞা, পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
(ঝ)	অধ্যাপক এম এ আজিজ, কাউন্সিলর, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) ঢাকা
(ঞ)	১। ডা: শাহ্ মুহাম্মদ মোস্তাকিম বিল্লাহ, অধ্যাপক, রেডিওলোজি ও ইমেজিং বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা। ২। ডা: মাকছুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, নিওনেটাল মিডিসিন (নিওনেটলজি) বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
(ট)	অধ্যাপক তাহমিনা বেগম, শিশু বিশেষজ্ঞ
(ঠ)	ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)

সদস্য-সচিব

(ড)	পরিচালক, শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট (পদাধিকারবলে), যিনি সরকারের অনুমোদক্রমে বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

০২। পরিচালনা বোর্ডের কার্যপরিধি :

(ক) সভাপতি ও বোর্ডের মনোনীত কোন সদস্য সরকার বরাবরে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন; তবে সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই পদত্যাগ কার্যকর হইবেনা; তাহা ছাড়া সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময়, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, সভাপতি ও সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(খ) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো একজন ব্যক্তিকে বোর্ডের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে, তবে কো-অপ্ট সদস্যের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(গ) কোনো কারণে সভাপতি তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা সভাপতির পদ শূন্য হইলে, সভাপতি দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত বা শূন্য পদে নূতন সভাপতি নিয়োগপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বোর্ডের একজন জ্যেষ্ঠ সদস্যকে সভাপতির দায়িত্ব পালনের আদেশ প্রদান করিবেন; তবে এইরূপ আদেশের মেয়াদ ৬(ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

(ঘ) সভাপতি শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো কারণে একাধারে ৬(ছয়) মাস দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, তাহার পদ শূন্য হইবে এবং শূন্য পদে নূতন সভাপতি নিয়োগ করিতে হইবে।

(ঙ) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(চ) কোনো ব্যাক্তি একাধারে ২(দুই) মেয়াদের বেশি সভাপতি পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না।

০৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ পরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

উম্মে হাবিবা
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.

নং **৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০৮০.২০১৩-৪৯৩**—ডা. নাজমুল হাসান সাগর (১২১৬৫৩), রেজিস্ট্রার, রেডিয়েশন অনকোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ)-এর ০১-০৪-২০১২ খ্রি. তারিখ হতে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় ১০-০২-২০১৩ তারিখের ৭৩ নম্বর স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

তিনি কারণ দর্শনো নোটিশের কোনো জবাব দাখিল করেননি বিভাগ সরকারি কর্মচারি (শঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর-বিধি ৭(২)(সি) এর আলোকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ডা. নাজমুল হাসান সাগরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, ডা. নাজমুল হাসাব সাগরকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৩৯.২০-৪৯৪**—ডা. আইরিন জামান (১৩২৯৩৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সংযুক্ত : ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর)-এর বিরুদ্ধে থাইল্যান্ড-বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির ১৬ জুন ২০১৯-৩০ জুন ২০২০ খ্রি. মেয়াদে ব্যাংককের মাহিদল বিশ্ববিদ্যালয়ে Master of Public Health (international Program) কোর্সে অধ্যায়নরত অবস্থায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গত ০৫-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৩০-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪২৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়।

অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। গত ১০-১১-২০২১খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তন্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

সার্বিক পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ডা. আইরিন জামান গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোর্স অসম্পন্ন রেখেই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তা তিনি কোর্স কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে শুনানিতে উপস্থাপিত তার বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ডা. আইরিন জামানের বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। উল্লেখ থাকে যে, তার অনকূলে প্রদত্ত বৃত্তির অর্থ প্রত্যার্পণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে। বিভাগীয় মামলার এ আদেশের সঙ্গে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের কোনো যোগসূত্র থাকবে না।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৬.২০২০-৪৯৫**—যেহেতু ডা. এটিএম মেহেদী হাসান সানী (১২৬০৪৫), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত ০১-০৫-২০১৭ খ্রি. হতে ১৩-১০-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২ বছর ৫ মাস ১২ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১০-০২-২০২০ খ্রি. তারিখের ১১১ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১০-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. এটিএম মেহেদী হাসান সানীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী

সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৩ (তিন) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৪ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৩৭/২০১২(অংশ-১)-৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ তরীকুল ইসলাম, জন্ম তারিখ : ২৮-০৪-১৯৯৫ খ্রি., পিতা-নূরে আলম, মাতা-বেগম রেনু আলম, গ্রাম-দৈলেরবাগ, ওয়ার্ড নং-০৭, ডাকঘর-সোনারগাঁও, উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০০১.০৪.০০১.২০.১৯৫—হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগ প্রধানকে 'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' নির্ধারণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব।